

# বিজয় দিবসের কবিতা

বাংলারব্লগ

<https://banglarblog.com>

## বিজয় দিবস

মাশায়েখ হাসান

৭১' এর এই দেশেতে

হানাদার হানা দেয়।

দেশকে স্বাধীন করতে বাঙ্গালী

অস্ত্র তুলে নেয়।

৭১' এর এই দিনেতে

হয় সীমাহীন যুদ্ধ।

যার কাহিনী শুনলে মোদের

শ্বাস হয়ে যায় রুদ্ধ।

৩০ লক্ষ শহীদ আর

মা-বোনের বিনিময়।

স্বাধীন বাংলাদেশ এর ঘটে

উদার অভ্যুদয়।

<https://banglarblog.com>

# বিজয়ের দিন

তাসনিয়া আহমেদ

বাংলাদেশে পাক-শাসনের আসন যেদিন টলে,  
সেদিনটাকে আজকে সবাই 'বিজয় দিবস' বলে।  
বিজয় কিন্তু অনেক দামী; সহজলভ্য নয়।  
মুক্তিসেনা বিজয় আনে জয় করে সব ভয়।

লাল সবুজের পতাকাটার আজকে খুঁটি শক্ত;  
আনতে সেটা,বীর সেনারা দিয়েছিলো রক্ত।  
বাংলা মায়ের বীর ছেলেরা ভয় পায়না মোটে।  
তাদের ত্যাগে মোদের মুখে বিজয় শ্লোগান ফোটে।

বিজয় দিবস রক্তে ধোয়া,বীর শহীদের স্মৃতি।  
বিজয় নিয়েই আজকে লেখা-কবিতা আর গীতি।  
বিজয় মাখা ফুলে-পাতায়,বিজয় সবুজ ঘাসে।  
বছর ঘুরে এদিন যেন বারে বারে আসে!

## পাগলী মা'টা

জনি হোসেন

ফিরে এল বিজয় দিবস

নেইতো খোকা ঘরে,

সেই যে গেল আর এলোনা

যুদ্ধে একাত্তরে।

স্বপ্ন বোনে পাগলী মা' টা

ফিরবে খোকা কবে,

ফুলেল মালা গলে দিবে

ফুল ঝরে যায় টবে।

ছেলে আসবে, আসবে ছেলে

পাগলী মা' টা চ্যাঁচায়,

পাগলী মা' টা রুম্ফ সুম্ফ

যত্ন নিতে কে চায়?

প্রতিবারে বছর শেষে

বিজয় যখন আসে,

ছেলে হারা পাগলী মা' টা

দাঁত খিলিয়ে হাসে।

# ১৬ ই ডিসেম্বর

তানজিম এ আল আমিন

বছর ঘুরে আবার এলো ষোলই ডিসেম্বর  
বিজয় গানে উঠলো মেতে মানুষ আপামর।

একান্তর এর সেই সে বিজয়  
করলো স্বাধীন সকল হৃদয়  
শোষণ ত্রাসন করলো বিদায়  
করলো নতুন সূর্য উদয়

সেই সূচনায় আমরা সবাই স্বাধীন নিরন্তর,  
বছর ঘুরে আবার এলো ষোলই ডিসেম্বর।



# ১৬ই ডিসেম্বর

অস্ত্র সরকার প্রণব

১৬ই ডিসেম্বর এলে

মনটা আমার কেমন কেমন করে

সোনার ছেলেরা যে যুদ্ধে গিয়ে

আর ফেরেনি ঘরে।

পাক হানাদারদের ওই হাতে

মরলো মানুষ দিনে রাতে

দেশের জন্য জীবন দিয়ে

শহীদ হলো তারা তাতে।

নয় মাস যুদ্ধ করে

সব হানাদার হলো শেষ

সৃষ্টি হলো এক নতুন দেশের

দেশের নামটি বাংলাদেশ।

এই বিজয়ের মাঝেও যে

অনেক কষ্ট আছে

জীবন দিয়ে লাখো মানুষ

শহীদ হয়ে গেছে।

৪২ বছর পরে এসে

ষোলই ডিসেম্বরে

দেশকে মোরা কী দিয়েছি

দেখি হিসাব করে।

দেশের মানুষ থাকুক ভালো

মিলিয়ে কান্না হাসি

আসো সবাই একটু হলেও

দেশকে ভালোবাসি।

# বিজয় ডিসেম্বর

সিফাত আহমেদ

লাল সবুজের স্মৃতি ঘেড়া নিশান আমার উড়ে।

কিনেছিলাম রক্ত দিয়ে বিজয় ডিসেম্বরে।

মাগো তোমার চোখের জলে,

জয় বাংলা ধ্বনি তুলে,

হাজার ছেলে প্রাণ দিল ঐ নতুন আশার ভোরে।

রক্ত দিয়ে কেনা এই বিজয় ডিসেম্বরে।

মাগো তুমি হয়েনা ভয়ে কাঁদছ দেখে তাই।

তোমার ছেলে ঘর ছেড়েছে তোমায় দিতে ঠাই

বিশ্বমাঝে উচ্চাসনে,

পাক বাহিনীর নির্যাতনে,

আর হবেনা শোষণ এবার তোমার আপন ঘরে।

রক্ত দিয়ে কেনা এই বিজয় ডিসেম্বরে।

# তুমি বাংলা ছাড়ো

আবদুল হাই শিকদার

রক্তচোখের আগুন মেখে

বলসে যাওয়া আমার বছরগুলো

আজকে যখন হাতের মুঠোয়

কণ্ঠনালীর খুনপিয়াসী ছুরি,

কাজ কি তবে আগলে রেখে বুকের কাছে

কেউটে সাপের ঝাঁপি!

আমার হাতেই নিলাম আমার

নির্ভরতার চাবি;

তুমি আমার আকাশ থেকে

সরাও তোমার ছায়া,

তুমি বাংলা ছাড়ো।

তুমি আমার বাতাস থেকে

মোছো তোমার ধুলো,

তুমি বাংলা ছাড়ো।

কাজ কি দ্বিধার বিষণ্ণতায়

বন্দি রেখে ঘৃণার অগ্নিগিরি!

আমার বুকুই ফিরিয়ে নেবো

ক্ষিপ্ত বাজের থাবা;

তুমি আমার জলস্থলের

মাদুর থেকে নামো,

তুমি বাংলা ছাড়ো।

ঘাতক, তুমি বাংলা ছাড়ো।

## রক্তরঙের ছবি

হাসান হাফিজ

রক্তপিচ্ছল পথ পেরিয়ে  
তোমাকে ছুঁই স্বাধীনতা  
তুমি আমার প্রাণের মর্ম  
আত্মীয় সুখ বিয়োগব্যথা।  
শোষণ-পীড়ন জেল জুলুমে  
শৃঙ্খলিত বন্দি থেকে  
রক্তরঙে তোমার ছবি  
মানসপটে নিপুণ ংকে

হই গেরিলা অস্ত্র ধরি  
মাতৃভূমি স্বাধীন করি

লাল সবুজের এই পতাকা  
রক্তদামে ছিনিয়ে আনি  
স্বাধীনতার সত্য পথে  
লাখ শহীদান অমর জানি।